জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪

(২০০৪ সনের ৩০ নং আইন)

সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তত্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ আনুপাতিক হারে বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনের জন্য নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণ ও তত্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন জাতীয় সংসদ (সংরক্ষিত মহিলা আসন) নির্বাচন আইন, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) “অনিঃশেষিত ব্যালট পেপার” অর্থ যে ব্যালট পেপারে কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ থাকে সেই ব্যালট পেপার;

(খ) “কোটা” অর্থ কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার জন্য ধারা ১৬ এর অধীন নির্ধারিত কোটা;

(গ) “গণনা” অর্থ এই আইনের অধীন নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভোট গণনা;

(ঘ) “জোট” অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন এবং বণ্টনকৃত আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ধারা ৩ এর অধীন গঠিত জোট;

(ঙ) “তফসিল” অর্থ এই আইনের কোন তফসিল;

(চ) “নির্বাচন কমিশন” অর্থ সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের অধীন গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(ছ) “প্যাকেট” অর্থ কোন প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রদান চিহ্ন ‘১' সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত ব্যালট পোরগুলির জন্য উক্ত প্রার্থীর নামে পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত

প্যাকেট;

(জ) "প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী" অর্থ যে প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই কিংবা যে প্রার্থীর নির্বাচিত হইবার বিষয়টি নির্ধারিত হয় নাই;

(ঝ) "বাদ দেওয়া প্রার্থী" অর্থ যে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে গণনার তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে;

(ঞ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ট) "ব্যালট পেপার" অর্থ ধারা ১৩ এবং ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত ব্যালট পেপার;

(ঠ) "ভোটার" অর্থ সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য অনুষ্ঠেয় নির্বাচনে ভোট প্রদান করিবার অধিকারী কোন সংসদ-সদস্য;

(ড) "ভোটমান" অর্থ ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১) ও (২) তে উল্লিখিত ভোটমান;

(ঢ) "মূলভোট" অর্থ কোন বৈধ ব্যালট পেপারে ভোট প্রদানের চিহ্ন '১' সংখ্যা লিপিবদ্ধকৃত কোন ভোট;

(ণ) "নিঃশেষিত ব্যালট পেপার" অর্থ যে ব্যালট পেপারে-

(অ) কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীর নামের বিপরীতে পরবর্তী পছন্দক্রম লিপিবদ্ধ নাই; বা

(আ) দুই বা ততোধিক প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে একই সংখ্যা লিপিবদ্ধ থাকে এবং গণনার সময় উক্ত পরবর্তী পছন্দক্রম হিসাবে উক্ত সংখ্যাটি আমলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়; বা

(ই) পরবর্তী পছন্দক্রমধারী প্রার্থীর নামের বিপরীতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থী হউক বা না হউক, পছন্দ চিহ্নটি ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা না থাকে কিংবা দুই বা ততোধিক পছন্দ চিহ্ন লিপিবদ্ধ থাকে;

(ত) "রাজনৈতিক দল" অর্থ সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদের (১) দফায় সংজ্ঞায়িত রাজনৈতিক দল;

(থ) "সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান;

(দ) "সংসদ" অর্থ জাতীয় সংসদ;

(ধ) "সদস্য" অর্থ সংসদ-সদস্য;

(ন) "সাধারণ আসন" অর্থ কেবলমাত্র মহিলা সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত আসন ব্যতীত সংসদের অন্য সকল আসন;

(গ) "সাব-প্যাকেট" অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতারত কোন প্রার্থীর জন্য এই আইনের অধীন প্রস্তুতকৃত সাব-প্যাকেট;

(ফ) "সংরক্ষিত মহিলা আসন" অর্থ সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা এবং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংসদে কেবল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন।

রাজনৈতিক দল এবং জোটওয়ারী নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত

৩। (১) সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী ত্রিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) সংবিধানের ৪র্থ তফসিলের ২৩ অনুচ্ছেদের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশন এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে বিদ্যমান সংসদের সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের রাজনৈতিক দল বা জোটওয়ারী সদস্যদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) কোন নির্দলীয় সদস্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করিলে নির্বাচন কমিশন যোগদানকারী সদস্যকে সংশ্লিষ্ট দল বা জোটের মনোনয়নে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে গণ্য করিয়া তাহার নাম উক্ত দল বা জোটের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে।

(৪) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা জোটকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত দল এবং জোটের সকল সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৫) কোন রাজনৈতিক দল বা জোট কোন নির্দলীয় সদস্যকে লইয়া পৃথক জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্য সমন্বয়ে একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৬) কোন নির্দলীয় সদস্য উপ-ধারা (৩) বা (৫) এর অধীন কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান না করিয়া তিনি অন্য কোন নির্দলীয় সদস্যের সহিত একত্রিত হইয়া কোন স্বতন্ত্র নামে নির্দলীয় জোট গঠন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ জোট গঠন করিলে নির্বাচন কমিশন উক্ত জোটের নামে জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যের জন্য একটি পৃথক তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৭) উপ-ধারা (৩) এর অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান এবং উপ-ধারা (৪), (৫) বা (৬) এর অধীন জোট গঠনের বিষয়টি কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখের পরবর্তী একুশ কার্যদিবসের মধ্যে এবং, ক্ষেত্রমত, এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পরবর্তী পনের কার্যদিবসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত মেয়াদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক দল বা জোটে যোগদান করেন নাই এমন কোন নির্দলীয় সদস্য থাকিলে নির্বাচন কমিশন তাহাদের নাম নির্দলীয় সদস্য তালিকা নামক একটি স্বতন্ত্র তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং এই তালিকাভুক্ত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি নির্দলীয় জোট গঠিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) উপ-ধারা (১), বা ক্ষেত্রমত, (২) এ উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার অব্যবহিত পরবর্তী কার্যদিবসে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে এই ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকাসমূহ টাঙ্গাইয়া প্রকাশ করিবে এবং এই তালিকাসমূহের প্রত্যয়নকৃত কপি সংসদ সচিবালয়ের কোন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়ার জন্য সংসদ সচিবের নিকট প্রেরণ করিবে।

(১০) উপ-ধারা (৯) এর অধীন প্রকাশিত সকল তালিকা ও উহাদের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনের নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত তালিকায় কোন প্রকার রদবদল করা যাইবে না, তবে কোন তালিকায় কমিশন কর্তৃক কোন ভুল করা হইয়া থাকিলে কমিশন তাহা সংশোধন করিতে পারিবে।

সংসদে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও জোটের মধ্যে সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টন পদ্ধতি

৪। (১) সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে, নির্বাচন কমিশন, ধারা ৩ এর অধীন প্রকাশিত রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের তালিকার ভিত্তিতে প্রত্যেক তালিকার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যার আনুপাতিক হার অনুযায়ী এই ধারার বিধান অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল ও জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বণ্টন করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আসন গণনার ক্ষেত্রে, কোন সদস্য একাধিক সাধারণ আসন হইতে নির্বাচিত হইলে, উক্ত সদস্য যতসংখ্যক আসন হইতে নির্বাচিত হইবেন ততসংখ্যক আসনই গণনা করিতে হইবে।

(২) এই ধারার অধীন সংরক্ষিত মহিলা আসনসমূহ বণ্টনের পর, পরবর্তীতে রাজনৈতিক দল বা জোটসমূহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যদের আসন সংখ্যার কোনরূপ পরিবর্তন হইলে উক্তরূপ পরিবর্তনের কারণে

সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যার কোন পরিবর্তন হইবে না।

(৩) সংরক্ষিত মহিলা আসনের মোট সংখ্যাকে সংসদের সাধারণ আসনের মোট সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিবার পর ভাগফল হিসাবে প্রাপ্ত সংখ্যা দ্বারা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রত্যেক রাজনৈতিক দল বা জোটের অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের মোট আসন সংখ্যাকে গুণ করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে সেই সংখ্যাই হইবে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনতব্য সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা।

(৪) এই ধারার অধীন রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে সংরক্ষিত মহিলা আসন বণ্টনের উদ্দেশ্যে আনুপাতিক হার নির্ণয়ের ক্ষেত্রে কোন ভগ্নাংশ দেখা দিলে এবং উক্ত ভগ্নাংশ-

(ক) শূন্য দশমিক পাঁচ বা উহা হইতে বেশী হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে পূর্ণ এক সংখ্যা গণনা করিতে হইবে; এবং

(খ) শূন্য দশমিক পাঁচ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলে উক্ত ভগ্নাংশকে শূন্য সংখ্যা গণনা করিতে হইবে।

(৫) আনুপাতিক হারে আসন বণ্টনের পর বণ্টনকৃত আসনসমূহের যোগফল পঁয়তাল্লিশ অপেক্ষা বেশী হইলে অতিরিক্ত আসন বা আসনসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) অতিরিক্ত আসনের সংখ্যা একটি হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বরাদ্দকৃত আসন হইতে উক্ত অতিরিক্ত আসনটি কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের অধিকারী রাজনৈতিক দল বা জোটের সংখ্যা একাধিক হইলে, কোন্ রাজনৈতিক দল বা জোটের প্রাপ্ত আসন হইতে সংশ্লিষ্ট আসনটি কর্তন করিতে হইবে, তাহা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) অতিরিক্ত আসন সংখ্যা একাধিক হইলে, যে সকল রাজনৈতিক দল বা জোট আনুপাতিক হারের ভগ্নাংশকে পূর্ণ সংখ্যা গণনা করিবার কারণে কোন আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল বা জোটের অনুকূলে বণ্টনকৃত আসন হইতে উক্ত আসন কর্তন করিতে হইবে: